গাংনীতে ৬০ কেজি ওজনের মিস্টি কুমড়া উৎপাদন করে কৃষকের বাজিমাত

পুকুর পাড়ের পরিত্যাক্ত নিজের জমিতে ৬০ কেজি ওজনের মিষ্টিকুমড়া উৎপাদন করে তাক লাগিয়েছেন মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার জুগিরগোফা গ্রামের কৃষক সাইফ আহাম্মেদ। উচ্চ ফলনশীল দেশীয় জাতের এ মিষ্টি কুমড়া দেখতে আসছেন বিভিন্ন কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ।

বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অ ল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০২৩ এর আয়োজন করে। মেলায় অন্যান্য কৃষি প্রদর্শনীর পাশাপাশি ৬০ কেজি ওজনের মিষ্টিকুমড়া প্রদর্শন করে কৃষক সাইফ আহাম্মেদ। সাইফ আহাম্মেদের জমিতে উৎপাদিত মিষ্টিকুমড়া একদিকে যেমন এলাকাবাসীর দৃষ্টি কেড়েছে, অন্যদিকে নজর কেড়েছে মেলার বিচারক মন্ডলীদেরও ।

কৃষক সাইফ আহাম্মেদ জানান, আমার পুকুর পাড়ের একটি পরিত্যাক্ত জায়গায় পরিবারের চাহিদা মেটানোর জন্য অন্যান্য সবজি চাষ করেছি। তার সাথে বেশ কিছ’ উচ্চ ফলনশীল দেশীয় জাতের মিষ্টিকুমড়া গাছ লাগাই। এতে অনেক মিষ্টি কুমড়া হয়েছে। আমার পরিবারের চাহিদা পুরুন করে বেশ কিছ’ টাকার মিষ্টিকুমড়া বিক্রি করেছি। প্রতিটি মিষ্টিকুমড়ার ওজন অনেক ভাল হয়েছে। তবে একটি মিষ্টি কুমড়া হয়েছে অনেক বড় আকৃাতির। যার ওজন হয়েছে ৬০ কেজি অর্থাৎ দেড় মন। বিষয়টি কৃষি অফিসকে জানালে তারা আমাকে কৃষি প্রযক্তি মেলায় অংশ নিতে বল্লে আমি অংশ নিয়েছি। প্রতিযোগীতায় আমি কোন স্থানে থাকবো তা জানিনা তবে মেলা দেখতে আসা দর্শনার্থীরা আমার মিষ্টিকুমড়ার ছবি তুলছে এবং কেউ সেলফি তুলছে। এটিই জেলার একমাত্র বড় ও বেশি অজনের মিষ্টি কুমড়া বলে দাবী করেছেন ওই কৃষক।

‘ ‘কৃষিই সমৃদ্ধ’’ এ প্রতিপাদ্যে গতকাল সোমবার বেলা ১২ টার সময় গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়াম চত্বরে দুই দিন ব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা’র উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রপ্ত) রনি খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে কৃষি প্রযুক্তি মেলার প্রদর্শিত স্টল ঘুরে দেখেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

এসময় গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শিকদার মোহাম্মদ মহাইমেনুল ◌্আক্তার উপস্থিত ছিলেন। কৃষি প্রযুক্তি মেলায় উপজেলায় ১০টি স্টলে সাজানো হয়েছে বিভিন্ন জাতের নতুন নতুন ফসল ও কৃষিতে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন।

মেলায় ঘুরতে আসা স্কুল শিক্ষক কাকন জানান, এ মেলায় যারা অংশ গ্রহন করেছেন তাদের মধ্যে ৬ কেজি ওজনের মিষ্টিকুমড়ার দিকে সব মানুষের নজর পড়েছে।

নানা মুখি প্রযুক্তি দিয়ে কৃষকদের সমৃদ্ধ করতে সরকার কাজ করছেন। যাতে কৃষকরা নতুন নতুন ফসল ফলাতে পারে এবং অল্প খরচে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসল ঘরে তুলতে পােও তার জন্য কৃষিকে যান্ত্রিকিকরণ করা হচ্ছে বলে জানান মেলা অংশ গ্রহনকারি সুমিতা খাতুন।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শিকদার মোহাম্মদ মহাইমেনুল আক্তার বলেন, মেহেরপুর জেলার মাটি সবজি উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। যে কোন সবজি এ মাটিতে ভাল ফলণ পাওয়া সম্ভব। জেলায় হাইব্রীডসহ দেশীয় বারি-৩,বারি-২,বারি-৭,হাজরি,জলদি,মিটাল মিষ্টিকুমড়ার আবাদ হয়ে থাকে। কৃষক সাইফ আহাম্মেদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিদের্শনা অনুযায়ী এক িই জমি ফেলে না রেখে পুকুর পাড়ে মিষ্টিকুমড়ার চাষ করেছেন। এতে একটি গাছে ৬০ কেজি ওজনের মিষ্টিকুমড়া হয়েছে। এটিই আমাদের জানামতে সবচেয়ে বেশি ওজন ও বড় সাইজের মিষ্টি কুমড়া। তিনি অন্যান্য কৃষকদেরকে পুকুর পাড়া ও বসত বাড়ির আঙ্গিনা ফেলে না রেখে সবজি উৎপাদনের পরামর্শ দেন।

গাংনীতে কৃষি প্রযুক্তি মেলার উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০২৩ এর উদ্বোধন করা হয়েছে। ‘‘কৃষিই সমৃদ্ধ’’ এ প্রতিপাদ্যে সোমবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়াম চত্বরে দুই দিন ব্যাপী কৃষি প্রযুক্তি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাংনী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কৃষি প্রযুক্তি মেলার আয়োজন করে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রপ্ত) রনি খাতুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক। এসময় গাংনী উপজেলা পরিষদেও ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শিকদার মোহাম্মদ মহাইমেনুল আক্তার, সাবেক কৃষি বিষয়ক সম্মপাদক শহিদুল ইসলাম, এমপি প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতু, সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি প্রযুক্তি মেলায় ১০টি কৃষি ভিত্তিক স্টল সাজানো হয়। স্টলে কৃষিকে আরও সমৃদ্ধ করতে নানা প্রযুক্তি তুলে ধরেন মেলায় অংশ গ্রহন করেন।

আলমডাঙ্গায় কৃষকলীগের কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামীলীগের সভাপতি কৃষকরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা এম.পি -এর নির্দেশনায় কৃষকবান্ধব সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের চিত্র গ্রামীণ জনপদে তুলে ধরতে আলমডাঙ্গা উপজেলায় কৃষক সমাবেশ-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকেল ৫ টায় উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে এ কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক।

প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা মহাবুব উল আলম।

তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন- বাংলাদেশ এখন কৃষি সম্মৃদ্ধি দেশের তালিকায় অন্যতম। জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে কৃষকলীগ

সাধারণ মানুষের দৌঁড় গোড়ায় পৌছে গেছে। দেশ উন্নয়নের জোয়ারে ভাসছে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষকলীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক নাজমুল ইসলাম পানু, কুঠির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর রহমান, কৃষি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ আশরাফুল ইসলাম স্বপন, বেসরকারি সংস্থা বিষয়ক সম্পাদক এ্যাডভোকেট মিরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মোমিন মন্ডল, চুয়াডাঙ্গা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ও জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান কবির, মেহেরপুর জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, জেলা সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান মাজু।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক বজলুল করিম, সহ-সভাপতি হারুন অর রশিদ, আমিরুল ইসলাম, আব্দুর রাজ্জাক, সাংগঠনিক সম্পাদক আজিবর রহমান, পৌর কৃষকলীগের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা সৌমেন্দ্রনাথ সাহা, আশাদুল আলম মন্টু প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গার দৌলাৎদিয়াড়ে আঞ্চলিক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে কৃষক সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নের দৌলাৎদিয়াড় দক্ষিণপাড়ার জান্নাতুল মাওয়া হাফিজিয়া এতিমখানা প্রাঙ্গনে আঞ্চলিক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে এবং তুলা গবেষণা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের অর্থায়নে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক তুলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা কৃষিবিদ শেখ আল্-মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের অতিরিক্ত

পরিচালক ড.শেফালী রানী মজুমদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা তুলা উন্নয়ন বোর্ডের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ জাফর আলী, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাজীব হাসান কচি ও আলুকদিয়া ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আক্তাউর রহমান মুকুল এবং ৮ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য আব্দুর রহমান হাবলু।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন তুলা চাষী কামরুজ্জামান সজল ও সাইফুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি ড.শেফালী রানী মজুমদার বলেন, তুলা চাষে উচ্চফলনশীল জাতের বীজ ব্যবহার করা হচ্ছে। তুলা উৎপাদনের পর বিক্রি ব্যবস্থা ঝাঁমেলামুক্ত। চাষীদের টাকা পেতে সমস্যা হয়না। চাষের ক্ষেত্রে সে কারনে চাষীরা এগিয়ে আসছে। সমাবেশে শতাধিক তুলা চাষী উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদায় ইটভাটার পতিত জমিতে আউশধান আবাদের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

দামুড়হুদায় উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ইটভাটার পতিত জমিতে খরিপ-১ মৌসুমে আউশধান আবাদ বৃদ্ধিতে ইটভাটা মালিকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। এসময় তিনি বলেন আমাদের দেশ কৃষি নির্ভর দেশ। দামুড়হুদা উপজেলায় যেসকল ইটভাটা আছে তা ইটের সিজেন ছাড়া বাদবাকি

সময় পতিত অবস্থায় পরে থাকে। ওই সকল পতিত জমিতে যদি আউশধান উৎপাদন করা যায় তাহলে আমাদের নিজেদের খাদ্য চাহিদা পূরণ হবে। পাশাপাশি দেশের খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। গতবছর এই উপজেলায় প্রায় ২৫০ বিঘা ইটভাটার পতিত জমিতে আউশধান চাষ হয়েছিল। এবছর তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৩৫০ বিঘা জমিতে আউশধান চাষ হবে বলে আশা করছি।

শুধুমাত্র দামুড়হুদা উপজেলাতেই নয়, বাংলাদেশের যত ইট ভাটার পতিত জমি আছে সেখানে যদি এই আউশধান চাষ করা হয় তাহলে বাংলাদেশ খাদ্য উৎপাদনে আরো এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। ইটভাটার পতিত জমি গুলো ব্যবহার করে তা আউশধান সহ বিভিন্ন লতা জাতীয় চাষের অনুকূলে এনে চাষাবাদ করলে দেশের খাদ্য উৎপাদনে বিরাট ভূমিকা পালন করবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আরিফুল ইসলাম মিলন, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম, বদরুল আলম। উপজেলার ইটভাটার মালিক আমজাদ হোসেন, আ: কাদের, সঞ্জয় কুমার বোস, হাসান আলী, সামসুল হক, মহিউদ্দিন প্রমূখ।

জীবননগরের তিন দিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধন

জীবননগরে তিন দিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আয়োজনে উপজেলা চত্বরে এ কৃষি মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিভাষ চন্দ্র সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে তিন দিন ব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল

ইসলাম,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি নজরুল ইসলাম,সাধারন সম্পাদক আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,জীবননগর উপজেলার সহকারী কমিশনার ভ’মি তিথি মিত্র,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেক,সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন,বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী কৃষির জন্য,কৃষকের জন্য সব সময় কাজ করে যাচ্ছেন ।কৃষক যাতে চাষাবাদ করতে যেয়ে বিপাকে না পড়েন সে জন্য প্রতি বছরে ভতুকি দিয়ে যাচ্ছেন । এক আধুনিক যুগ কৃষিতেও এখন আধুনিকের ছোয়া লেগেছে প্রতি বছর জীবননগর উপজেলায় নতুন নতুন চাষ হচ্ছে ।বর্তমান এ উপজেলাতে ড্রাগন,স্ট্রোবেরি,মাল্টা,আনার ফলসহ যে সব নতুন ফলের চাষ হচ্ছে এ ধরনের চাষ বাংলাদেশের কোথাও হবে এমনটা কেউ কখনও ভাবতে পারিনি কিন্তু বর্তমান আধুনিক যুগ হওয়ার ফলে নতুন নতুন চাষ হচ্ছে এবং কৃষিতে উন্নত হচ্ছে।কৃষিতে উন্নয়নের জন্য যা যা দরকার সব ধরনের কাজ করা হবে।

উক্ত অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা করেন জীবননগর উপজেলা কৃষি অফিসার মোছাঃ শারমিন আক্তার।

গাংনীর মহম্মদপুরে নদী পাড়ের মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মহম্মদপুর চর গোয়ালগ্রাম পশ্চিমপাড়া মাথাভাঙ্গা নদী পাড়ের মাটি কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছে স্থানীয় রিয়াজউদ্দীনের ছেলে বাবুল ও রবিউল ইসলাম। কয়েকদিন ধরে স্থানীয় ওই দুই ব্যাক্তি নদী পাড়ের জমির মালিকানা দাবী করে মাটি বিক্রি শুরু করেছেন। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ট্রলি ভর্তি মাটি বহন করায় এলকাবাসিসহ পথচারিরাও বিপাকে পড়েছেন। মাটি বিক্রেতা জানিয়েছেন নদীর পাড় হলেও জমির মালিকানা আমাদের। তবে কত টুকু জমির

মালিাকানা রয়েছে তার পরিমাপ জানেনা তিনি। উপজেলা প্রশাসন বলছেন দেখে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরেজমিনে দেখা গেছে, ১০/১২ জন মাটি কাটা শ্রমিক ডালি কোদাল নিয়ে নদী পাড়ের মাটি কেটে ট্রলি বোঝায় কাজে ব্যস্ত রযেছেন। তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হলে একে একে সটকে পড়েন তারা । একজন শ্রমিক জানান এই মাটি বাবুল ও রবিউল কেটে ইট ভাটায় বিক্রি করছেন। আমরা তাদের শ্রমিক। পরে বাবুলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি কথা না বলে চলে যান। ছুটে আসেন রবিউল ইসলাম। তিনি জানান এটা আমাদের জমি, আমরা কাটছি। পরে তাদের জমির পরিমাণ জানতে চাইলে তিনি জানান,আমি জমির পরিমাপ জানিনা। পরে তার এক চাচাকে মোবাইল করে জমির পরিমাপ জানতে চাইলে তিনিও সঠিক তথ্য জানেনা বলে জানান। রবিউল আরও জানান, নদীর পাড়া কেটে আবাদের জন্য প্রস্তত করা হচ্ছে। মাটি কোথায় রাখছেন এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান,স্থানীয় ইটভাটায় বিক্রি করা হচ্ছে।

প্রায় এক বিঘারও বেশি জমি কেটে ইতোমধ্যে বিক্রি করা হয়েছে। এখনও চলছে নদীর পাড় কেটে মাটি বিক্রির উৎসব। দ্রত ব্যবস্থা না নেয়া হলে নদীর পাড় ভাঙ্গন শুরু হবে।

স্থানীয় মটমুড়া ইউনিয়ন ভুমি অফিসের তহশিলদার বদরুন্নাহার জানান, বিষয়টি আমি জেনে ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। যারা মাটি কেটেছে তাদের সাথে কথা হয়েছে। তারা জমির মালিকানা দাবী করেছেন। আমি সরকারি সার্ভিয়ার দিয়ে জমি মেপে দেখবো।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ভারপ্রাপ্ত) রনি খাতুন জানান, প্রাথমিক ভাবে তহশিলদারকে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে। মাটি কাটতে নিষেধ করা হয়েছে। জমিটি তাদের বরে দাবী করেছে রবিউল ও বাবুল। জমি জরিপের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় ক্ষমতার দাপট

দেখিয়ে সরকারি গাছ কাটলেন মুহুরি তাহাজুল

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় দামুড়হুদা উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামের প্রধান সড়ক থেকে সড়াবাড়িয়া গ্রামীণ সংযোগ সড়কের পাশে তাহাজুল ইসলাম নামে এক ব্যক্তি সরকারি দশটি মেহগনি গাছ চুরি করে কেটে বিক্রি করেছে। এই গাছগুলো কাটার সময় স্থানীয় লোকজন দেখে উপজেলা প্রশাসনকে খবর দেয়। উপজেলা প্রশাসন ইউনিয়ন উপসহকারী ভূমি কর্মকর্তা তরিকুল ইসলামকে ঘটনা স্থলে পাঠায়, ভূমি কর্মকর্তা পৌছানোর আগেই গাছগুলো ওখান থেকে সরিয়ে ফেলেন তাহাজুল।

গাছগুলির আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। সরকারি এই গাছগুলি গ্রামের গাছ ব্যবসায়ী মেহেদির কাছে বিক্রি করা হয়। এই তাহাজুল ইসলাম (৪৫) চন্ডিপুর গ্রামের খিরাজ উদ্দিন মোল্লার ছেলে পেশায় সে একজন সাবরেজিস্টার্ড অফিসের মুহুরি এবং এলাকায় তিনি আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে পরিচয় দেন।

এই বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমি উক্ত ইউনিয়নের ভূমি অফিসারকে ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছি সরজমিনে দেখার জন্য । প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছি । এবং সরকারি জিনিস আত্মসাৎ করলে সে যেই হোক না কেন কেউ ছাড় পাবে না আইনের আওতায় নিয়ে এসে বিচার করা হবে।

এ বিষয়ে কুলগাছি ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম এর কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন এ বিষয়টি আমরা সরজমিনে যেয়ে দেখেছি এবং যে ব্যক্তি এই গাছটি কাটছে তাকে চিহ্নিত করছি এবং ওই জমিটা মাপার জন্য আমরা উপজেলা প্রশাসনকে বলছি এবং আগামীকাল উপজেলা সার্ভেয়ার জমিটি মেপে রাস্তার সীমানা নির্ধারণ করবে। এবং এই গাছগুলো উদ্ধারের চেষ্টা করতেছি আমরা।

দেশীয় তামাক শিল্প রক্ষার দাবীতে ঝিনাইদহে তামাক চাষীদের মানববন্ধন

তামাকের ন্যায্য মুল্য নিশ্চিত করতে দেশীয় তামাক শিল্প রক্ষার দাবিতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

সোমবার (৬ মার্চ) সকালে ঝিনাইদহ শহরের পায়রা চত্বরে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে দেশীয় তামাক চাষী কল্যাণ সমিতি। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনটির জেলা ও উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ ও তামাকচাষীরা উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন। এসময় বক্তব্য দেন দেশীয় তামাক চাষী কল্যান সমিতির (ঝিনাইদহ-মেহেরপুর জেলার আহ্বায়ক আলমগীর হোসেন রিন্টু, যুগ্ম-আহ্বায়ক দুদু শাহ্, রুহুল আমিন, সদস্য রমজান আলী মিন্টু, চাষী আমিনুল ইসলাম পিলু, রবিউল ইসলাম জনি, জহুরুল ইসলাম, হোসেন আলী, শাকিরুল ইসলাম,উজ্জ্বল মিয়া, ওমর আলী প্রমূখ।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশীয় মালিকানাধীন তামাক শিল্পের অস্তিত্ব বিলিনের পথে। এই শিল্পকে কে রক্ষার জন্য আইনের দ্রুত বাস্তবায়ন চাই। তারা আরো বলেন, আমাদের মাটি এবং আবহাওয়া তামাক চাষের উপযোগী। সার, তেলসহ বিভিন্ন দ্রব্যের দাম যে ভাবে বেড়েছে তাতে ন্যায্য মূল্যে তামাক বিক্রি করতে না পারায় আজ আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি ঠিকমত তামাক চাষ করতে পারছি না। দেশীয় কোম্পানিগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারলে তামাকের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে শতভাগ দেশীয় কোম্পানিগুলোর জন্য আলাদা নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নিলেও তা আজও বাস্তবায়ন হয়নি। এতে হুমকির মুখে পড়েছে ৩০টি দেশীয় সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি।

প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তারা বলেন, কাজ করে দু- মুঠো ডাল-ভাত খেতে চাই, তাই আমাদের তামাক চাষের সুযোগ দিন। আমরা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নে তামাক উৎপাদন করতে চাই।

ঝিনাইদহে প্রণোদনার কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকের পরিবর্তে সিন্ডিকেটের হাতে

বর্তমান সরকারকে বলা হয় কৃষি বান্ধব সরকার। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই খাদ্যে সয়ংসম্পুর্ণতা অর্জণের লক্ষ্যে কৃষিতে বেশি বরাদ্দ দিয়ে আসছে। নতুন নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও অনাবাদি জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। সরকার ৩ হাজার ২০ কোটি টাকার প্রাক্কলিত বরাদ্দে ২০২১ সালের জুন থেকে শুরু করেছে সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প। সরকার স্বচ্ছভাবে এই প্রকল্প পরিচালনার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঝিনাইদহের চিত্র ভিন্ন। সমন্বিত ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পে ঝিনাইদহে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য পাওয়া গেছে।

ভর্তুকীর মাধম্যে কৃষকদের মধ্যে বিতরণকৃত পাওয়ার টিলার, সিডার, কম্বাইন্ড হারভেষ্টার, রাইস প্লান্টার বিতরণে ব্যাপক অনিয়ম ধরা পড়েছে, উঠে এসেছে সিন্ডিকেটের অর্থ বাণিজ্যের তথ্য। শোরুম মালিক, কৃষি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এ সিন্ডকেট। কাজেই এই প্রকল্পের সুফল কৃষক পাচ্ছে না, নয়-ছয় করে পকেট ভরছে সিন্ডিকেটের সদস্যরা। ২০২১ সালের জুন থেকে শুরু হওয়া ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্পে এপর্যন্ত ঝিনাইদহে ১০ কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রণোদনা কি কৃষক পেয়েছে? প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকেই কৃষকদের আবেদনের মাধ্যমে প্রণোদনার তালিকা প্রস্তুত করার নিয়ম থাকলেও স্বজন প্রীতি ও ব্যক্তিগত লোক দিয়ে ভর্তুকীর কৃষি যন্ত্রপাতি উত্তোলন করে সেই গুলো বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করছে সিন্ডিকেট। একটি পাওয়ার টিলার বাজারে ১ লাখ ৭০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। একটি সিডার ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। অথচ প্রণোদনায় কৃষি সম্পসারণ অধিদপ্তরের অনুমোদিত কোম্পনির ডিলারদের কাছে পাওয়ার টিলার ও সিডারের প্যাকেজ আড়াই লাখের উপরে।

প্রণোদনায় প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ৩ বছরের মধ্যে হস্তান্তর করা যাবে না এবং কৃষি বিভাগের তদারকিতে থাকবে এমন নিয়ম থাকলেও উপজেলা কৃষি অফিসে বিতরণের ফটোশুট করেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এমন তথ্য

মিলছে। কেউ বা বাড়িতে নিয়ে যেয়েও বিক্রি করেছে। জেলার সকল উপজেলাতেই এমন অনিয়ম ধরা পড়লেও সবচেয়ে বেশি হয়েছে ঝিনাইদহ সদরে। সদরের বিতরণকৃত তালিকা সরজমিনে অনুসন্ধান করতে যেয়ে দেখা গেছে সদর উপজেলার ফুরসুন্ধি ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামের মৃত খোদাবক্সের ছেলে হায়দার আলী, সুশিল বিশ্বাসের ছেলে শৈলেন বিশ্বাস (ডাক্তার), মৃত আজিম মন্ডলের ছেলে সাহাবুদ্দিন প্রণোদনার সিডার পাওয়ার টিলার পেয়েছেন। কিন্তু তাদের বাড়িতে যেয়ে পাওয়া যায়নি সেই সিডার ও পাওয়ার টিলার।

হায়দারের স্ত্রী শিউলি বেগম জানান, তাদের পাওয়ার টিলার সদর উপজেলার মধুহাটি গ্রামে তার দেবরের বাড়িতে রয়েছে। সাহাবুদ্দিনের স্ত্রী লিপি খাতুন জানান, তার স্বামী সাহাবুদ্দিন ঝিনাইদহের সেচ বিতানে কাজ করে। তারা এই পাওয়ার টিলার পেলেও শোরুম থেকে নিয়ে আসা হয়নি। শৈলেন ডাক্তার জানান, তার আগে থেকেই একটি পাওয়ার টিলার ছিলো। তাই নতুন টা তিনি বিক্রি করে দিয়েছেন। একসাথে দুইটা রেখে লাভ নেই বলেও তিনি জানান।

পার্শ্ববর্তী জিথড় গ্রামের মৃত বাবর আলী বিশ্বাসের ছেলে সাবেক মেম্বার মোস্তফার বাড়িতে পাওয়ার টিলারের খোঁজে গেলে জানা যায় একই ইউনিয়নের মাড়ুন্দি গ্রামের তুকামের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এই গ্রামের বর্তমান ইউপি সদস্য আসাদুজ্জামান টিপু। তার প্রায় ১০ বছর আগে থেকেই একটি পাওয়ার টিলার রয়েছে।
২০২১-২২ অর্থ বছরে তিনি নতুন আরেকটি পেয়েছেন। তবে তার নিজের যেই টাকা দেওয়ার কথা ছিল তার একটি টাকাও তিনি দেননি। শোরুমের মালিক তার টাকা দিয়ে তার পাওয়ার টিলার তুলে তিনি নিজ দায়িত্বে বিক্রি করে দিয়ে কিছু নগদ টাকা তাকে দিয়ে দিয়েছেন।

আসাদুজ্জামান টিপু মেম্বার জানান, তিনি যদি জানতেন এই পাওয়ার টিলার নিয়ে এমন হবে তাহলে তিনি নিতেন না। সামান্য কিছু টাকার জন্যে তিনি দুর্নামের ভাগিদার হতে রাজি নন। একই গ্রামের মৃত শংকরের ছেলে সঞ্জিত ও মৃত নিরঞ্জনের ছেলে সুরঞ্জনও এই কৃষি অফিস থেকে প্রণোদনার পাওয়ার টিলার পেয়েছেন। সঞ্জিতের পাওয়ার টিলার বিক্রি করে দিয়েছেন।

সঞ্জিতের ছেলে জানান, তার ভাই বিদেশ যাওয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল তাই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

সুরঞ্জন জানান, তার আগে থেকেই একটি পাওয়ার টিলার রয়েছে। তাই তিনি

নতুনটা কিছু দিন আগে বিক্রি করে দিয়েছেন। তার ভাগ্নে কৃষি অফিসে চাকরি করে বলেও তিনি জানান। এর আগের অর্থ বছরে এই গ্রামের কংশো মন্ডলের ছেলে বিদ্যুৎ একটি পাওয়ার টিলার নেন প্রণোদনায়। তার পাওয়ার টিলারটি রয়েছে। তিনি জানান, নতুন করে যাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তার একটিও কেও বাড়িতে আনেননি। সবাই ফটোশুট করেই বিক্রি করে দিয়েছেন। সরকারের সাথে টাকার যে অংশ তাদের দেওয়ার কথা, তা কেওই দেননি। সব কিছু শোরুম মালিক দিয়ে তুলে নিয়েছেন। এর বিনিময়ে ৪ থেকে ৬ হাজার করে টাকা দেওয়া হয়েছে যাদের নামে পাওয়ার টিলার বরাদ্দ এসেছে। এরকম অসংখ্য তথ্য মিলেছে সদর উপজেলার হরিশংকরপুর, ঘোড়শাল, সুরাট, পাগলাকানাই, সাগান্না, পোড়াহাটি, হলিধানী ও পৌর এলাকায়।কেউ হারভেস্টার নিয়েছেন, কেউ পাওয়ার টিলার বা রাইস প্লান্টার।

হরিণাকুণ্ডু ও শৈলকুপা উপজেলাতেও এমন অনিয়মের অসংখ্য তথ্য পাওয়া গেছে। কালীগঞ্জ ও মহেশপুরেও হয়েছে দুর্নীতি ও স্বজন প্রীতি। যাদের আগে থেকেই এই সমস্ত কৃষি যন্ত্রপাতি ছিল তাদেরকেই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। ফলে তারা নতুন একটি পেয়ে বিক্রি করে দিয়েছেন। সম্প্রতি ঝিনাইদহ জেলা শহরের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার সংলগ্ন জিন্নাহ মার্কেটের কামালের মেশিনারিজ দোকানে আনপ্যাক্টড পাওয়ার টিলার বিক্রি করতে দেখা যায়। তারা খরিদ্দার অনুসন্ধান করছিল। ক্ষমতাসীন দলের লোক ক্রেতা হলে বিক্রির পরে ঝামেলা পোহাতে হবেনা তাই এমন খরিদ্দার খুজছিলেন তারা। তাদের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানাযায় এগুলো সব প্রণোদনার পাওয়ার টিলার।

এদের মাধ্যমে জানাগেছে, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানরা ইচ্ছামত নাম দিয়ে প্রণোদনার এই যন্ত্রপাতিগুলোর তালিকা পাশ করিয়ে এনে এভাবে বিক্রি করে দেন। এতে করে শোরুম মালিক, কৃষি কর্মকর্তা ও উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সবার লাভ থাকে। কিন্তু এতে করে সরকারের এই ভর্তুকীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে?

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জাহিদুল করিম জানান, প্রণোদনায় প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো ৩ বছরের আগে বিক্রি বা হস্তান্তর করতে পারবেন না। ঝিনাইদহে যন্ত্রের প্রকার ভেদে সরকার একেক রকমের প্রণোদনা দিচ্ছেন। একটি হারভেস্টারের সরকার বর্তমানে ১৪ থেকে সাড়ে ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ভুর্তকী দিচ্ছেন। সিডারে বর্তমানে ১ লাখ ৫৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ভর্তুকী দিচ্ছেন। শুধু পাওয়ার টিলারে ৫০ হাজার টাকা, পাওয়ার থ্রেসারে ৪৮ হাজার, রিপারে

৯০ হাজার বেড প্লান্টারে ৯০ হাজার ভর্তুকী দিচ্ছেন সরকার। প্রতিবছর উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউপি চেয়ারম্যানদের মাধ্যমে কৃষি অফিসে আবেদন করতে বলা হয়। আবেদনের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করে কমিটির মাধ্যমে ঢাকায় পাঠানো হয়। পাশ হয়ে আসলে বিতরণ করা হয়। মেশিনের দাম সব প্রকল্প অফিস থেকে পাশ হয়ে আসে।

ঝিনাইদহ কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের উপ পরিচালক আজগার আলী জানান, কৃষক যদি পাওয়ার পরে বিক্রি করে ফেলেন তাহলে আমরা কি করবো। আমরা তো কৃষকের ভালোর জন্যই দিচ্ছি। এই বিষয়ে তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনওদের সাথে কথা বলতে বলেন।

ঝিনাইদহ সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাদিয়া জেরিন জানান, তিনি গত ডিসেম্বরে ঝিনাইদহে যোগদান করেছেন। তার যোগদানের পরে প্রণোদনার কোন যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়নি। তবে যেহেতু প্রশ্ন উঠেছে এই বিষয়ে খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে জানান। ঝিনাইদহের অগ্নিবীণা সড়কের সেচ বিতান ও বিসমিল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং মিশনারিজ থেকেই এই কৃষি যন্ত্রপাতিগুলো সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এর মধ্য সেচ বিতান থেকেই বেশিরভাগ বিতরণ করা হয়েছে। সেচ বিতানের কর্মচারী সাহাবুদ্দিন নিজে কৃষি কাজ না করলেও তিনি পেয়েছেন প্রণোদনার পাওয়ার টিলার। অন্যান্য সকল ইউনিয়ন বা এলাকা থেকে ফুরসুন্ধি ইউনিয়নের মানুষের নাম বেশি রয়েছে তালিকায়।

জানাগেছে, সেচ বিতানের মালিক রিপনের বাড়ি ফুরসুন্ধি ইউনিয়নে। তার চেষ্টাতেই এই ইউনিয়নের লোকজনের নাম বেশি এসেছে। চলতি অর্থবছরে একটি সিডার ও পাওয়ার টিলার দিয়ে প্রকল্পে মূল্য ধরা হয়েছে দুই লাখ পঞ্চান্ন হাজার। কিন্তু খোলা বাজারে একই ব্রান্ডের একটি পাওয়ার টিলার ১ লাখ ৭০ হাজার টাকার মধ্যে ও একটি সিডার ৩০ হাজার টাকার মধ্য অর্থাৎ দুই লাখ টাকার মধ্যে পাওয়া গেলেও শোরুম গুলো প্যাকেজের মূল্য নিচ্ছেন দুই লাখ ৫৫ হাজার। যেখানে প্রচলিত মূল্যের থেকে ৫৫ হাজার টাকায় বেশি নেওয়া হচ্ছে।

সেচ বিতানের মালিক রিপন অভিযোগ অস্বীকার করে জানান, তিনি নিজের টাকা দিয়ে কারো নামে প্রণোদনার যন্ত্রপাতি উত্তোলন করেননি। যার তা সে নিজেই করেছে। সরকারের নির্ধারিত দামেই আমরা যন্ত্রপাতি সরবরাহ করছি।

জনতা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মালিক আলমগীর হোসেন জানান, ঝিনাইদহের বাজারে যেই পাওয়ার টিলারগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেই গুলো মেহেরপুর-

চুয়াডাঙ্গার। ওগুলো ঝিনাইদহের নয়। জেলায় সব থেকে বেশি সাপ্লাই দেয় সেচ বিতান, তিনি নিজের টাকা দিয়ে কোন গ্রাহকের নামে যন্ত্রপাতি উত্তোলনের সাথে জড়িত নন বলে জানান।

ঝিনাইদহ জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম জানান, আমরা প্রণোদনার পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি বাজারে বিক্রি হচ্ছে এমন তথ্যের ভিত্তিতে জেলার বিভিন্ন জায়গায় তদন্ত করেছি। অনেকগুলো জায়গায় এর সত্যতা পেয়েছি। আমরা আরও তদন্ত করবো। এই বিষয়ে আমরা মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর কাছে জানাবো।

সমন্বিত ব্যবস্থার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের পরিচালক তারিক মাহমুদুল ইসলাম জানান, সারাদেশে খুব সচ্ছভাবে এই প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে। ঝিনাইদহে কিছু অনিয়মের তথ্য আমি শুনেছি। আমরা তদন্ত করবো। সত্যতা পেলে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

উল্লেখ্যঃ প্রকল্পটি গত ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত চলবে। এই প্রকল্পের প্রাক্কলিত বরাদ্দ ৩ হাজার ২০ কোটি টাকা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫ বছরে ১৫০০০টি কম্বাইন হারভেস্টার বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। হাওর ও উপকূলীয় এলাকা দুর্যোগ প্রবণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এবং ৭০% ভর্তুকি থাকায় যন্ত্র ক্রয়ে আগ্রহ অনেক বেশি। সমতল এলাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিগণ পরিবারের সকলের সহযোগিতায় নিজেই চাষাবাদ করেন। প্রকল্পের মাধ্যমে ৬০০০টি রিপার বিতরণ করা যাবে। জেলার সচেতন মানুষ দাবি তুলেছেন সরকারি অর্থ সঠিক ভাবে প্রকৃত কৃষকদের উন্নয়নে কাজে লাগাতে হবে। ঝিনাইদহে সরকারি প্রণোদনার কৃষি যন্ত্রপাতি বরাদ্দ ও বিক্রির এই সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে দোষীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।